بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ আশ্বিন ১৪২২
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে 'আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি পালনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলস প্রয়াস চালানোর আহবান জানাচ্ছি।

এ বছর পূর্ণ হল ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০ বছর। আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "30 Years of Healing the Ozone Together" অর্থাৎ "ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর"। এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে ওজোনস্তর রক্ষায় ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর উদযাপন করা হচ্ছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এ বছরের স্লোগান "Ozone: All there is between you and UV" অর্থাৎ "ওজোনস্তর রক্ষা করুন—অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন" এর মাধ্যমে অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীতে জীবন রক্ষায় ওজোনস্তরের ভূমিকাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ওজোনস্তর ক্ষয় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে ওজোনস্তর ক্রমশ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। এতে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি হতে বিশ্ববাসী রক্ষায় পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই সুখবর। আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার কমবে এবং এর বিকল্প ব্যবহারও পর্যায়ক্রমে বাড়বে। ওজোনস্তর ক্ষয়রোধ এবং রক্ষায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। আমি আশা করি, এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। এ বছর ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০ বছর। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও আজ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস এবং একই সঙ্গে ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছরের ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "30 Years of Healing the Ozone Together." অর্থাৎ "ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর" এবং স্লোগান করেছে "Ozone: All there is between you and UV." অর্থাৎ "ওজোনস্তর রক্ষা করুন– অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন" যা ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সফলতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে অর্থবহ করেছে।

আমি আশা করি, ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে আমাদের ক্রমান্বয়ে এসব দ্রব্যের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকল্প সামগ্রী ব্যবহার সহজ হবে।

আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস সফল হোক, স্বার্থক হোক এ আমার প্রত্যাশা।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

প্রতিবছরের মতো এবছরও বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ১৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছরের ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্য "30 Years of Healing the Ozone Together." বা "ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর" এবং স্লোগান হিসেবে "Ozone: All there is between you and UV." বা "ওজোনস্তর রক্ষা করুন– অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন" নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্ধারিত হয়েছে এবং মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের সফলতা এ বছরের নির্ধারিত স্লোগান দ্বারা সমর্থিত। তাই এ বছরের আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র বিগত ৩০ বছর ধরে ওজোনস্তর রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এই গর্বিত কার্যক্রমের অংশীদার। বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে এর ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ-আউট প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টর হতে ১ জানুয়ারি ২০১০ এবং এমডিআই কনভার্সন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ঔষধ শিল্পে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম রিফ্রিজারেটর ফোম তৈরিতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য-এর বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে ১ জানুয়ারি ২০১৩ সময়ে বাংলাদেশ হতে ইনস্যুলেশন ফোম উৎপাদনে HCFC-141b-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বশেষ ওডিএস এইচসিএফসি ফেজ আউটের লক্ষ্যে এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদশ দেশীয় পর্যায়ে ওজোনস্তর রক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের আবিষ্কৃত কোয়ারেন্টাইন ও প্রি-শিপমেন্টে হিট ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী কর্তৃক গৃহীত অন্যতম লাগসই প্রযুক্তি হিসাবে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রটোকল ও কনভেনশনের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াতেও বাংলাদেশ নেতৃত্ব প্রদান করছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ভিয়েনা কনভেনশনের ১০ম কনফারেন্স অব দি পার্টিস এবং মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৬তম মিটিং অব দি পার্টিস-এর ২০১৫ সালের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি মনে করি, এই দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন এবং লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে পরিহার করা সম্ভব হবে এবং বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হবে।

আমি আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)

ওজোনস্তর রক্ষায় আমরা অবিচল

• মোঃ রইছউল আলম মন্ডল •

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। জনসাধারণের মধ্যে বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তরের গুরুত্ব ও ওজোনস্তর সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সনের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ সাল হতে প্রতিবছর এই দিনে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালের এ দিনে কানাডায় মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। ওজোনস্তর ক্ষয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং ওজোনস্তর ক্ষয়কারী গ্যাসসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিই আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসের লক্ষ্য। এ বছর ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০ বছর। এ কারণে ইউনেপ দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "30 Years of Healing the Ozone Together" (ভাবানুবাদ- "ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর") এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "Ozone : All there is between you and UV" (ভাবানুবাদ– "ওজোনস্তর রক্ষা করুন–অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন")।

ওজোনস্তর ও আমরা

বায়ুমন্ডলের ৫টি স্তরের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে দ্বিতীয় স্তরটি স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে ১০ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত উচ্চতায় বায়ুমন্ডলের সামগ্রিক স্ট্রাটোস্ফিয়ারকে ওজোনস্তর হিসেবে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গ্যাসটির ঘনত্ব এমন যে, ওজোনস্তরের সকল ওজোন অণুকে একত্রিত করলে তা পৃথিবীপৃষ্ঠ জুড়ে কমলালেবুর খোসার মতো একটি পাতলা আবরণ সমতুল্য হত। তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে ওজোন অণু গঠিত হয়। ওজোন তীব্র গন্ধযুক্ত হালকা নীল বর্ণের গ্যাসীয় পদার্থ। এটি মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারে অবস্থান করার কারণে এটি জীবন রক্ষায় বর্মরূপে কাজ করে।

সূর্যরশ্মি থেকে নির্গত আল্ট্রাভায়োলেট-বি (UV-B) রশ্মির সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসার পথে ওজোনস্তর বাধা সৃষ্টি করে। এই UV-B রশ্মির মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, অণুজীব ও বায়ুর গুণগত মানের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এর ফলে ত্বকে ক্যান্সার হয়, চোখে ছানি পড়ে, তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শস্যের ফলন ও মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। এ রশ্মির প্রভাবে সামুদ্রিক প্রাণ-সম্পদের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে সর্বাধিক। এর প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য জলজ প্রাণসম্পদের প্রারম্ভিক বর্ধন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিসাধন হয়। জলজ খাদ্য পরম্পরার মূল নিয়ামক ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উৎপাদন প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। এই রশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদের সালকসংশেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ায় উদ্ভিদের বর্ধনও প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বনভূমি এবং শস্যের উৎপাদন ও মান। সামুদ্রিক ও ভূ-প্রতিবেশের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ হ্রাস পেতে পারে। ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে পৃথিবীর তাপমাত্রা। ওজোনস্তরে UV-B রশ্মির শোষণের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট এই তাপ বায়ুমন্ডলে উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল

১৯৭৪ সালে শেরউড রোল্যান্ড ও মারিও মলিনা ন্যাচার জার্নালে তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করে জানান যে, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি ওজোনস্তরের ক্ষতি সাধন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে United Nation Environment Programme (UNEP)-এর গভার্নিং কাউন্সিলে ওজোনস্তর বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এরপর, ১৯৮৫ সালে বৃটিশ অ্যান্টারটিকা সার্ভের বিজ্ঞানীরা বসন্তকালীন সময়ে অ্যান্টারটিকায় 'ওজোন হোল'-এর সন্ধান পান। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল ওজোনস্তর বিষয়ক গবেষণা, ওজোনস্তর মনিটরিং এবং তথ্য আদান-প্রদান। কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশনের দুর্বল দিক ছিল এর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই, ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্ট্রাস্টোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিজ্ঞানীদের সময়োচিত তৎপরতায় কানাডার মন্ট্রিল শহরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রীর পর্যায়ক্রমিক অপসারণের লক্ষ্যে "মন্ট্রিল প্রটোকল" স্বাক্ষরিত হয়। ৪৬টি রাষ্ট্র ঐ দিনই মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে এবং বর্তমানে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই প্রটোকল স্বাক্ষর করে। মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হবার ফলে সিএফসি ও হ্যালনসমূহ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংশোধনী ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রটোকলে গৃহীত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এ প্রটোকল সময়পোযোগী করে তোলা হয়। বর্তমানে ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল ওজোনস্তর রক্ষায় একটি সর্বজনীন চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘভুক্ত সকল রাষ্ট্র এই প্রটোকল ও এর সকল সংশোধনী প্রতিস্বাক্ষর করে।

মন্ট্রিল প্রটোকল এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালের ১৮ মার্চ লন্ডন সংশোধনী অনুমোদন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ২০০০ সালে কোপেনহেগেন সংশোধনী, ২০০১ সালে মন্ট্রিল সংশোধনী এবং ২০১০ সালে বেইজিং সংশোধনী অনুমোদন করে।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার ও আমদানি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে একটি ভিত্তি জরিপ (Baseline Survey) পরিচালনা করা হয় এবং এ জরিপের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৫ সালে উক্ত কান্ট্রি প্রোগ্রাম হালনাগাদ করা হয়। মন্ট্রিল প্রটোকলের সংশোধনী অনুযায়ী ২০০৯ ও ২০১০ সালে এইচসিএফসি-র গড় ব্যবহার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১১ সালে এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি) প্রণয়ন করে, যা মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৬৫তম নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন লাভ করে। ২০০৪ সালে ওডিএস-এর আমদানি ও ব্যবহার-এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের লক্ষ্যে ওডিএস বিধিমালা জারি করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে বিধিমালাটি সংশোধিত হয়। এর ফলে বিধিমালায় এইচসিএফসি-র আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহারের বিষয়টি পুনঃনির্ধারিত হয় এবং ঔষধশিল্পে সিএফসি-এর ব্যবহার বন্ধ করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে সিএফসি, কার্বনটেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইলক্লোরোফরম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঔষধ শিল্প হতে সিএফসি এবং রেফ্রিজারেটর ফোম তৈরিতে ফোম বোয়িং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত এইচপিএমপি-১৪১বি ব্যবহার বন্ধ করা হয়।

ওজোনস্তর রক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদান

বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলের Implementation Committee-এর সদস্য (১৯৯৯, ২০০০), সহ-সভাপতি (২০০১) ও সভাপতি (২০০২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পুনরায় Implementation Committee-এর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। ২০০৫ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলের ১৭তম পার্টি সভায় বাংলাদেশ ২০০৬ সালের জন্য Vice President নির্বাচিত হয়। ২০১৪ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৬তম পার্টি সভায় এবং ভিয়েনা কনভেনশনের ১০ম কনফারেন্স অব দি পার্টি সভায় বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জন্য Vice President নির্বাচিত হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপ-মন্ত্রী জনাব আবদুলাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি বর্তমানে Vice President হিসাবে মন্ট্রিল প্রটোকল ও ভিয়েনা কনভেনশন-এর দায়িত্ব পালন করছেন।

ওজোনস্তর রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ইউনেপ কর্তৃক বাংলাদেশকে "Recognizing and Appreciating Bangladesh for its Vital Role in Protecting the Ozone Layer" শীর্ষক একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ Compliant দেশ।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে গ্রীনহাউস প্রভাব

প্রায় সব কটি ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবেও সক্রিয়। এ দ্রব্যসমূহ গ্রীনহাউজ প্রভাব বিস্তারের যে ক্ষমতা রাখে তা অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রীর দ্রুত ব্যবহার হ্রাস এবং শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে মন্ট্রিল প্রটোকল এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন বর্তমানে একযোগে কাজ করছে। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যাদির এমন সব বিকল্পের দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে যা ওজোনস্তর ক্ষয় করবে না, গ্রীনহাউস প্রভাব নেই এবং সেই সঙ্গে শক্তি সাশ্রয়ী হবে।

পরিশেষে

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে ২৮ বছর ধরে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও সরকার একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে এই প্রটোকল আজ তাঁর উদ্দেশ্য পূরণে সর্বতোভাবে সফল হয়েছে। বাংলাদেশও অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এই প্রটোকল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বৈশ্বিক সাফল্যের অংশীদার। ভবিষ্যৎ সুন্দর প্রজন্মের জন্য এই বৈশ্বিক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রশংসার দাবিদার।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ আশ্বিন ১৪২২
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আজ আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষয়িষ্ণু ওজোনস্তর রক্ষায় ৩০ বছর আগে ১৯৮৫ সালে গৃহীত ভিয়েনা কনভেনশন এবং পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল পৃথিবীর প্রাণমন্ডল রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হওয়ার পর বিশ্ববাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক পরিবেশ-এর ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশও এ বৈশ্বিক কর্মসূচির অংশীদার।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এ বছর আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "30 Years of Healing the Ozone Together" অর্থাৎ "ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে সমন্বিত প্রচেষ্টার ৩০ বছর" এবং স্লোগান নির্ধারণ করেছে "Ozone : All there is between you and UV" "ওজোনস্তর রক্ষা করুন– অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন"। আমি আশা করি, এ প্রতিপাদ্য ও স্লোগান ওজোনস্তর রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নকে আরও বেগবান করবে।

আমার প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালনের মাধ্যমে দেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ওজোন ক্ষয়কারী সামগ্রী ব্যবহার থেকে সাধারণ মানুষ বিরত থাকবেন।

আমি আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও আজ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস উদ্‌যাপন করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছরের ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "30 Years of Healing the Ozone Together." অর্থাৎ "ওজোনস্তর রক্ষা করুন– অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন" এবং স্লোগান হিসেবে "Ozone: All there is between you and UV." অর্থাৎ "ওজোনস্তর রক্ষা করুন– অতিবেগুনী রশ্মি হতে নিরাপদ থাকুন" নির্ধারণ করেছে। এ বছরের প্রতিপাদ্যই প্রমাণ করে, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যে কোনো পরিবেশগত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির গভর্নিং কাউন্সিলের উদ্যোগে ওজোনস্তর বিষয়ে অধিকতর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালে বৃটিশ এন্টার্টিক সার্ভের বিজ্ঞানীগণ এন্টার্টিকার ওপর 'ওজোন হোল'-এর বিষয়ে নিশ্চিত হন। ঐ বছরই ২২ মার্চ ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ওজোনস্তর রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে আইনগত বাধ্যবাধকতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। প্রটোকল গৃহীত হওয়ার পর বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। মন্ট্রিল প্রটোকল একটি সার্বজনীন প্রটোকল এবং এই প্রটোকলের স্বার্থকতায় বাংলাদেশও গর্বিত অংশীদার।

বাংলাদেশ সরকার ওজোনস্তর রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওজোনস্তর রক্ষায় এ যাবৎ অর্জিত সাফল্য জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকল বাস্তবায়নেও বিশ্ববাসীকে অধিকতর প্রেরণা জোগাবে।

ওজোনস্তর ক্ষয়রোধ সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আশা করব, এই দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে আমাদের বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপে ওজোনস্তর সুরক্ষিত থাকবে।

আমি এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি)

ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

• কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী •

মানুষ ও প্রাণজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় বায়ুমন্ডলের যে স্তর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান রাখছে তা হল ওজোনস্তর। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত এ স্তর সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের তৈরি সিএফসিসহ নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের ফলে ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে প্রথমে গৃহীত হয় ভিয়েনা কনভেনশন ও পরে মন্ট্রিল প্রটোকল। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল সফল বাস্তবায়নে সরকারকে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তুসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরী কমিটি' (National Technical Committee on Ozone-Depleting Substances) এবং প্রটোকলের পালনীয় শর্তাগুলো মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চেয়ারম্যান করে 'ও